স্বপ্নের উড়ান...
মেঘনীলা বুটিক
উৎসব পার্বণে নিজেকে সাজান
ডায়রেক্ট ফ্যাক্টরি সেল
Arpita Kundu Chatterjee
Call: 7699856616
রামকৃষ্ণনগর, চেকপোষ্ট, মেমারি

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"
পাক্ষিক পত্রিকা
জিরো পয়েন্ট
বর্ষ – ৩৯ • সংখ্যা –০১ • ২০ অগাষ্ট ২০২৬ • প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক – সেখ আনসার আলি
Reg. No. 63653 Govt. of India (Memo No. 1021(5)/JM Dated - 9/7/2019
সম্পাদক – আনোয়ার আলি আনসারী • যোগাযোগ – ৭৭৯৭৩৩১৭৭১

অনলাইন ও অফলাইনে
আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক শিখুন
আবৃত্তির পাঠশালা
ব্রততী ঘোষ আলি
কথা – ৭৮৭৮০৩৭৫৩৫
বামুনপাড়া মোড়, সৎসঙ্গমন্দিরের কাছে, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

যুবশক্তি কি শুধুই চাকরির অপেক্ষায় থাকবে, নাকি দেশ গঠনেরও অংশীদার হবে?

সন্দীপন সরকার

ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখনই আলোচনা হয়, তখন একটি বিষয় বারবার উঠে আসে—ভারত বিশ্বের অন্যতম "যুব দেশ"। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশই তরুণ-তরুণী। এই বিশাল যুবশক্তি যেমন ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তেমনি সঠিক দিশা না পেলে সেটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হতে পারে। তাই আজকের দিনে প্রশ্নটি শুধু কতজন যুবক শিক্ষিত হচ্ছেন, তা নয়; বরং কতজন সমাজ, দেশ এবং মানবতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। এক সময় দেশের যুবসমাজের পরিচয় ছিল সমাজসেবা, স্বেচ্ছাসেবী কাজ, নেতৃত্ব এবং দেশপ্রেম। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, মহামারি কিংবা সামাজিক সংস্কার—প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুবকরাই ছিলেন পরিবর্তনের অগ্রদূত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্র বদলেছে। আজকের যুবসমাজের এক বড় অংশ ভার্চুয়াল দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, উদ্দেশ্যহীন বিনোদন, মাদকাসক্তি, সাইবার অপরাধ, মানসিক অবসাদ ও আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন ধীরে ধীরে অনেক তরুণের সম্ভাবনাকে গ্রাস করছে। এই প্রেক্ষাপটে MY Bharat (পূর্বতন নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন), NSS এবং NCC-এর মতো সংগঠনগুলির গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। এগুলি কেবল সরকারি প্রকল্প নয়; এগুলি এমন এক প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র, যেখানে একজন সাধারণ তরুণ একজন দায়িত্বশীল নাগরিক, দক্ষ সংগঠক এবং মানবিক নেতৃত্বে পরিণত হতে শেখে। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো, এখানে পরীক্ষার নম্বরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু জীবনদক্ষতা শেখানোর সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। একজন শিক্ষার্থী পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বা ইতিহাসে উচ্চ নম্বর পেতে পারেন, কিন্তু কীভাবে একটি দল পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হয়, কীভাবে সংকটের সময় সিদ্ধান্ত নিতে হয় বা কীভাবে সমাজের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হয়—এসব শেখানোর সুযোগ খুব কম। এই শূন্যস্থান পূরণ করে MY Bharat, NSS এবং NCC। NSS-এর মূল দর্শন "নিজের আগে সমাজ"। এই দর্শন একজন তরুণকে শেখায় যে শিক্ষা শুধু নিজের কর্মসংস্থানের জন্য নয়, সমাজের উন্নয়নের জন্যও। একজন NSS স্বেচ্ছাসেবক যখন গ্রামে স্বাস্থ্য সচেতনতা অভিযান চালান, বৃক্ষরোপণ করেন, রক্তদান শিবির পরিচালনা করেন, প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্রচার করেন, স্কুলে শিক্ষাসহায়তা দেন বা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান, তখন তিনি শুধু সমাজসেবা করেন না; তিনি নিজের মধ্যেও মানবিকতা, নেতৃত্ব এবং দায়িত্ববোধ গড়ে তোলেন। অন্যদিকে NCC এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে শৃঙ্খলা শুধু শেখানো হয় না, জীবনযাত্রার অংশ হয়ে ওঠে। সময়ানুবর্তিতা, শারীরিক সক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, সংকট মোকাবিলা, দলগত কাজ এবং দেশের প্রতি দায়িত্ব—এসব গুণ একজন NCC ক্যাডেটের চরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে। সেনাবাহিনীতে যোগদান করুক বা না-ই করুক, একজন NCC ক্যাডেট কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এগিয়ে থাকেন। MY Bharat দেশের যুব নীতির একটি নতুন দিগন্ত। এটি শুধু স্বেচ্ছাসেবী কাজের সুযোগ দেয় না; বরং যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন, ডিজিটাল শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ (চার পাতায় দেখুন)

www.ezeropoint.net
৩৯ বছরে পদার্পণ
জিরো পয়েন্ট
ZERO POINT
সত্যের পথে • মানুষের সাথে • নির্ভীক কণ্ঠস্বর
৩৮ বছর ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য
জিরো পয়েন্ট–এর সকল পাঠক–পাঠিকা,
লেখক–লেখিকা, সাংবাদিক বন্ধু, বিজ্ঞাপনদাতা,
শুভেচ্ছক ও সমালোচকদের
জানাই অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

জিরো পয়েন্ট সংবাদপত্র ৩৮ থেকে ৩৯ বছরে পদার্পণ

আঞ্জুমনোয়ারা আনসারী

"শূন্য বা 'জিরো' দিয়ে সময়ের হাত ধরে যার শুরু। সেই প্রারম্ভিক বিন্দু থেকেই আজ সে বিশাল এক প্রাপ্তির ঠিকানায়। ৩৮ বছরের কঠিন অধ্যাবসায়, ঘাত প্রতিঘাত, শত প্রতিকুলতা আর মানুষের ভালোবাসাকে সঙ্গী করে ২০ অগাষ্ট ২০২৬, ৩৮-এর গন্ডী পার করে ৩৯তম বর্ষে পা রাখছে, সেই সময়কার এক গ্রামীন কৃষি অধ্যুষিত নগরী মেমারির সুধা মাটি থেকে প্রকাশিত অতি পরিচিত সংবাদ পত্র 'জিরো পয়েন্ট'। বলা যায় সময়ের সত্যনিষ্ঠ দলিল হয়ে ওঠার দীর্ঘ যাত্রায় শূন্য থেকে শুরু হয়ে আজ এক আস্থার নাম"। সালটা ১৯৮৭। মেমারি থেকে তখন কোনো সংবাদ পত্র প্রকাশিত হতনা। সারা ভারত জুড়ে খ্যাতিসম্পন্ন ধান আলু ফলনশীল মেমারির বুক থেকে ২০ অগাষ্ট জন্ম নিল 'জিরো পয়েন্ট' সম্পাদক সেখ আনসার আলি'র হাত ধরে। নানা ধরনের আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেও পেশা নয় একটা সময়ের পর নেশা হয়ে ওঠে জিরো পয়েন্ট কে ভালোবেসে। ঢিল ছোঁড়া দুরত্ব সদর বর্ধমান। অনেক সুযোগ সুবিধা থাকলেও মেমারিতে সে সুযোগ, বলতে গেলে তেমন ভাবে মোটেও ছিলনা। তবুও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে ধীরে ধীরে মেমারি ছাড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে জিরো পয়েন্ট এর নাম। এর একমাত্র কারণ জিরো পয়েন্ট শুধু সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি কোনোদিন। সমাজে বিভিন্ন সময়ের ঘটনাকে সামনে রেখে সেমিনার এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আলোচনার আয়োজন করেছে এক লহমায়। এরমধ্যে '২০০২ সালে গুজরাটের গোধরা কান্ড এর উপর মেমারি কলেজে বিশাল একটি সেমিনার' করেছে নির্ভিক সাংবাদিকতার ভূমিকায়। 'দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, এবং মানব উন্নয়নের অন্তর্নিহিত কারণ নিয়ে গবেষণার জন্য বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক অমর্ত্য সেন ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান। অমর্ত্য সেনের এই পুরস্কার প্রাপ্তি কোনো একাডেমীক বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল না, এটি ছিল সাধারণ মানুষের কাছেও এক বিরাট প্রাপ্তি। সেই সময়ও মেমারি থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'জিরো পয়েন্ট' আবেগ মথিত হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তথা বুদ্ধিজীবী থেকে গৃহবধূ এমনকি রিক্সা চালকের মুখোমুখি হয় সাংবাদিক সেখ আনসার আলি। এবং একটি হৃদয় ছোঁয়া মনোগ্রাহী প্রতিবেদন তৈরি করেন। তারপর প্রতিবেদনটি বারো পাতার ক্রোড়পত্র একটি সংখ্যায় প্রকাশ করেন। যেটা অমর্ত্য সেন নোবেল পাওয়ার পর প্রথম যখন ভারতে আসেন! বর্ধমান ষ্টেশনে হাজার হাজার জনস্রোতকে উপেক্ষা করে ভিড় ঠেলে দুই হাত প্রসারিত করে আবেগ আর আকুলতায় বলতে থাকেন; স্যার এই কাগজটি একটু দেখবেন। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আম্রকুঞ্জে প্রকৃতির বাতায়নে আশ্রমিক মননশীলে বেড়ে ওঠা ছাত্রটিরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ড. সেনেরও প্রজ্ঞানয়নে প্রাণপন আকুতি ফুটে ওঠে কাগজটি হাতে নেওয়ার। হাওড়া থেকে ছুটে আসা স্পেশাল শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি স্তমিত হয় ইস্পাতের লাইনের উপর আর এক ইস্পাতের চাকা। ঠিক সেই সময় গেটে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে থাকা 'অমর্ত্য সেনে'র হাতে কালবিলম্ব না করে কাগজের একটি ফাইল ধরিয়ে দেন সম্পাদক আনসার আলি।' হতচকিত সকল মানুষের চোখ তখন অমর্ত্য সেন কে ছাড়িয়ে এই মানুষটির দিকে। আমি এবং জিরো পয়েন্ট এর আর একটি তরুণ সাংবাদিকও এঘটনার জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে অনুধাবন করতে থাকি। একটা ছোট কাগজের পক্ষে এ এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ বলা যেতেই পারে। সেদিন সাধারণ মানুষ থেকে সাংবাদিক (দ্বিতীয় পাতায় দেখুন)

FINSERV FINTECH BANK
HOME LOAN CAR LOAN INSURANCE
Call: 1800 889 3767(Toll-Free)

৩৮ থেকে ৩৯ জিরো পয়েন্ট
বাম থেকে ডান থেকে রাম.....দলবদলু নয়
আমাদের খবরের লবি একটাই.....নাগরিক অধিকার
পরিবর্তন সংসারের নিয়ম – ইতিহাস রক্ষা জাতির কর্তব্য
•পাক্ষিক সংবাদপত্র
•ওয়েব পোর্টাল নিউজ
•ফেসবুক ও ইউটিউব
• পাবলিকেশন

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"
পাক্ষিক পত্রিকা
জিরো পয়েন্ট
২০ অগাষ্ট ২০২৬•বর্ষ-৩৯•সংখ্যা-০১•২রা ভাদ্র ১৪৩৩

"সত্য যদি হয় ধ্রুব তোর, কর্মে যদি না রয় ছল,
ধর্ম দুগ্ধে না রয় জল, সত্যের জয় হবেই হবে
আজ নয় কাল মিলবেই ফল।"
-কাজী নজরুল ইসলাম

আপনার এলাকা, আপনার অধিকার: আপনার জনপ্রতিনিধিকে প্রশ্ন করুন?

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার এবং প্রশ্ন করার স্বাধীনতা। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর একজন জনপ্রতিনিধি কেবল একটি নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর থাকেন না; সংবিধান অনুসারে তিনি সমগ্র বিধানসভা অঞ্চলের প্রতিটি নাগরিকের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংবিধানে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, বিজয়ী বিধায়ক যেমন তাঁকে ভোট দেওয়া নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ, ঠিক তেমনই যিনি তাঁকে ভোট দেননি— তাঁর সমস্যার সমাধানেও সমানভাবে নজর দিতে বাধ্য। প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকরা তাঁদের এলাকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার ভার অর্পণ করেন। ফলে এলাকার পথঘাট, পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত যে কোনো সার্বিক সমস্যা দেখা দিলে প্রথম কর্তব্য হলো স্থানীয় বিধায়ককে তা জানানো এবং লিখিতভাবে দাবি পেশ করা। জনপ্রতিনিধিকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া প্রয়োজন। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সমস্যার সমাধান বা কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তবে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করার অধিকার আপনার রয়েছে। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি দলীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে নিজের এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ নিশ্চিত করেন, তবে তা রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সাহায্য করে। এমনকি যে ভোটার অতীতে তাঁকে ভোট দেননি, কাজের মূল্যায়নে করে তিনিও ভবিষ্যতে শাসক দল বা প্রতিনিধিকে ভোট দিতে পারেন। তাই উন্নয়ন থমকে থাকলে চুপ না থেকে এগিয়ে আসুন। আপনার অধিকার সচেতনতাই সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি।

প্রাচীন লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে দেবীপুরের অঙ্কুর

জিপনি, বিশেষ প্রতিবেদন, মেমারি ঃ সরা বাংলার ঐতিহ্যবাহী পটচিত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য রূপ এবং প্রাচীন লোকশিল্পের নিদর্শন, যা মূলত পোড়া মাটির তৈরি উত্তল এবং অবতল থালায় (সরা) বিভিন্ন দেব-দেবীর অবয়ব ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে তৈরি হয়। এটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের, বিশেষ করে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার সময় দেবী প্রতিমার বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও দুর্গা সরা, রাধা কৃষ্ণ, জয়া বিজয়ার মতন বিষয়বস্তুকে চিত্রিত করা হতো এই সরার উপর। এটি যেমন একাধারে দেবী লক্ষ্মীর প্রতীকী হিসাবে পুঁজিতে হতো বাংলার ঘরে ঘরে তেমনি বাংলার হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষজন তাদের ঘরের দরজায় চিত্রিত সরা ঝুলিয়ে রাখতেন একটি বিশ্বাসের জায়গা থেকে। ব্যবসা ও বাড়ির মঙ্গল কামনায় এই চিত্রিত সরা দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হতো। কাগজ-কলম ক্যানভাসের বাইরে গিয়ে এই মাটির তৈরি গোলাকার সরা গুলি শিল্পীদের তুলির আঁচড়ে হয়ে উঠতো একটি নান্দনিক সৃষ্টিকর্ম। অতীতের চকখড়ি মাধ্যমে সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে। পটভূমি তৈরি করা হতো। এরপর উজ্জ্বল রং যেমন লাল, সবুজ, হলুদ, নীল ইত্যাদি রঙের মাধ্যমে ছবিটি ফুটিয়ে তোলা হতো (মূলত প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার করা হতো)। এবং কালো রঙের বর্ডারের সাহায্যে ছবিটি সম্পূর্ণ করে তোলা হতো। যদিও বর্তমানে এখন প্রত্যেকেই অ্যাক্রিলিক রং এর ব্যবহার করছে। বর্তমানে এই লোকশিল্প অনেকটাই সংকটের মুখে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ঐতিহ্যপ্রেমী মানুষের ড্রইং রুম সাজাতে এবং বিভিন্ন লোকজ উৎসবের স্মারক হিসেবে সরাচিত্রের চাহিদা এখনো অনেকখানি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। মোটিফ: এই সরাচিত্র তে প্রধান মোটিফ হিসাবে ব্যবহার করা হয় লক্ষ্মী দেবী, তার বাহন পেঁচা, ধানের ছড়া, এবং পদ্মফুল ইত্যাদি। আর বাংলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন লোকশিল্পের নিদর্শনকে বাঁচিয়ে রেখেছে মেমারির দেবীপুরের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও প্রশিক্ষক অঙ্কুর দত্ত। গত ২৬ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ও ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে দেবীপুরে অনুষ্ঠিত হয় একটি বিশেষ সরাচিত্র কর্মশালা। দেবীপুরে স্থানীয় কালীতলা বারোয়ারী মন্দির প্রাঙ্গণে 'চারুচিত্র আর্ট স্কুল'-এর ব্যবস্থাপনায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা ও পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পশিক্ষক অঙ্কুর দত্ত।

জিরো পয়েন্ট সংবাদপত্র ৩৮ থেকে ৩৯ বছরে পদার্পণ

(প্রথম পাতার পর) মহল দেখেছিল ক্ষুদ্র একটি পত্রিকা সম্পাদকের অর্থ নয়! চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল বিশ্ব জয়ের অমলিন খুশি। এভাবেই সময়ের বাৎসল্যে 'জিরো পয়েন্ট' এর 'জন্মদিবস ২০ অগাষ্ট' এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর প্রয়াণ দিবস ২৯ অগাষ্ট এই দুটি দিনকে মধ্যে রেখে ভারত ও বাংলাদেশের নজরুল গবেষক তথা সাহিত্য এবং সমাজ কল্যাণ মুলক সংস্থা, এলাকার কৃতি ছাত্র ছাত্রীকে একই মঞ্চে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে ২০০৪ সাল থেকে মহাসমারোহে পালিত হয়েছে পত্রিকার বাৎসরিক সম্মেলন "নজরুল উৎসব"। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরও একটি অনুষ্ঠান "মেমারি কবিতা উৎসব"। এই কবিতা উৎসব-এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অংশগ্রহণ করতেন প্রায় শতাধিক কবি সাহিত্যিক। জ্ঞানী গুণী প্রজ্ঞাশীল অস্তিত্বে ভরে উঠতো এই কবিতার উৎসব মঞ্চ। আর সেই উৎসব মঞ্চে মুখরিত হতো কবির নিজস্ব ভাবনার কলমে রচিত কবিতা পাঠে। তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে সামান্য হলেও প্রাণের ভেতর থেকে কবিকে ভালোবেসে কবিতাকে ভালোবেসে ফুল এবং স্মারক। জিরো পয়েন্ট এর সীমিত পেজের পরিসরে আরও ছিল, আছে, এলাকা, জেলা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত হতে নবীন প্রবীণ কবি লেখকদের জন্য একটি বিশেষ খোলা-পাতা। যার নাম 'জিরো পয়েন্ট 'সাহিত্য আড্ডা'! সেই পাতায় কবি লেখকদের কবিতা প্রকাশ এবং মাসিক সাহিত্য আড্ডা জিরো পয়েন্ট এর অন্যতম একটি অলংকার। প্রথম মেমারি জেলা-গ্রন্থ বইমেলা কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'জিরো পয়েন্ট' 'পাবলিকেশন্স'! প্রতি বছর ১৭-২৩ জানুয়ারি এই বই মেলায় জিরো পয়েন্ট পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে এলাকার কবিদের কবিতা গল্প এবং ছড়ার বই। প্রতি বছরই যার সংখ্যা ছিল ৪-৫ টি করে। এবং বইমেলা মঞ্চে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের হাত দিয়ে বিপুল উদ্দীপনার মাধ্যমে সেসব বই এর মোড়ক উন্মোচন করতেন প্রকাশক কবিকে সাথে নিয়ে। মেমারি ছাড়াও সাহিত্য প্রেমী কবি লেখকদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সভার আয়োজন করেছে চার দেয়ালের গন্ডী ভেঙে প্রকৃতির কোলে খোলা আকাশের নিচে। কখনও জামালপুর কারালাঘাট সংলগ্ন দামোদর নদের তীর। কখনও পল্লী কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক এর বিখ্যাত কবিতা-- "বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদের বাঁকে/জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ধরে রাখে" সেই অজয়ের জলছোঁয়া পাড়ে কবির বাসভূমিতে। আবার কখনও কলকাতা বাংলা আকাদেমি তো কখনও গুজরাটের শিল্পনগরী সুরাটে। আরও দুটি বিরল ঘটনা উল্লেখ করতেই হয়। জিরো পয়েন্ট পত্রিকা কে পাক্ষিক থেকে দৈনিক-এ রূপান্তরিত করার সুপ্ত বীজ বোধহয় বপন করতেন সম্পাদক আনসার আলি। কিন্তু তা বাস্তবে সম্ভব নয় জেনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে একবার মেমারি বই মেলা চলাকালীন সপ্তাহব্যাপী জিরো পয়েন্ট দৈনিক প্রকাশিত হয়। প্রতিদিন বই মেলার বিভিন্ন কর্মসূচি এবং ক্রেতা বিক্রেতার আবেগ অনুভূতি নিয়ে সন্ধ্যায় কম্পিউটারে মাদার কপি বের করে বর্ধমান থেকে প্রিন্ট করিয়ে তুলে দিতেন প্রতি ষ্টলে এবং সাধারণ মানুষের কাছে। মাত্র এক টাকার বিনিময়ে। আরও একবার "পৌরসভার ভোট। সেই ভোটের রেজাল্ট বের হলে সঙ্গে সঙ্গে সব তথ্য একত্রিত করে কম্পিউটারে মাদার কপি বের করে মেমারি থেকে প্রায় এক থেকে দেড়শ কপি জেরক্স করে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ফেরি করেছে মেমারির ব্যাবসায়িক মহল থেকে সাধারণ মানুষের দরজায় দরজায় সম্পাদক নিজ হাতে। জানিনা এ কেমন ভালোবাসা একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু নিজের অজান্তেই সেদিন মাথা নত হয়ে আসে এই মানুষটির প্রতি। আসলেই আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি এই জিরো পয়েন্ট এর দীর্ঘ পথ চলা। কিন্তু সময়ের সমান্তরালে হয়তো পথের পথিককে একদিন থামতে হয়। তেমনই প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সেখ আনসার আলি'র এই চলমান পথ স্তমিত হয়ে যায় ২০১৯ শের ১৭ মার্চ 'জীবন-ঋণের দায়ে মৃত্যুর কাছে'। কিন্তু "জিরো পয়েন্ট" এর পথ আরও প্রসারিত হয় নব উদ্যমে। প্রিন্ট ছাড়াও ডিজিটাল মাধ্যমে পোর্টাল নিউজ এর উত্তরণ ঘটে জিরো পয়েন্ট এর যোগ্য উত্তরসূরি সম্পাদক আনোয়ার আলি আনসারীর হাত ধরে। হয়তো অনেক বাধা বিঘ্ন আছে ভবিষ্যতেও থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে মানুষের ভালোবাসা আর বর্তমান সম্পাদকেরও অধ্যাবসায় "জিরো পয়েন্ট" সংবাদ এবং সাহিত্য আড্ডা এভাবেই হয়তো আরও আরও অনেক বছর এগিয়ে এক মাইল ফলক স্থাপনা করবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০ অগাষ্ট আজকের এই শুভ জন্ম লগ্নের ব্রহ্ম-মুহূর্তে জিরো পয়েন্ট এর সকল শুভানুধ্যায়ীর আন্তরিক শুভেচ্ছা, শুভকামনা এবং আশীর্বাদই চলার পাথেয় হোক "জিরো পয়েন্ট" এর.....!

আড়ম্বর দূরে সরিয়ে জন্মদিনে মানবিক উদ্যোগ

জিপনি, বিশেষ প্রতিবেদন, মেমারি ঃ রেস্টুরেন্টের আলোকোজ্জ্বল বার্থডে পার্টি কিংবা ব্যয়বহুল উপহারের ছকবাঁধা উদযাপনের পথ হাঁটেননি তারা। বরং সন্তানের জন্মদিনে সমাজকে এক মানবিক বার্তা দিলেন এক সচেতন দম্পতি। জীবনদায়ী রক্ত সঞ্চয়ের সংকট দূর করতে এবং নিজের সন্তানকে শৈশব থেকেই সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা দিতে প্রতি বছরের মত এববছরও ২৬ জুলাই মেমারির আমাদপুরে আয়োজিত হলো প্রিয়দীপের জন্মদিনে রক্তদান শিবির। উৎসর্গ রিলিফ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ১০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি স্থানবাসীদের জন্য বিনামূল্যে হেলথ চেক-আপ, ইসিজি, ব্লাড প্রেশার ও ব্লাড সুগার পরীক্ষারও সুব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ৫০ জন অসহায় পুরুষ-মহিলা অংশগ্রহণ করেন। এদিন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ নন্দী জানান তীব্র রক্ত সংকটের কারণে অনেক রোগী রক্ত পাচ্ছেন না। তাই ছেলের এই বিশেষ দিনে আমরা রক্তদান শিবিরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ— আপনারা নিজে রক্তদান করুন এবং অন্যকেও রক্তদানে উৎসাহিত করতে এগিয়ে আসুন। এছাড়াও তিনি বলেন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সন্তানকে কেবল উপহার দেওয়া বা হইচইয়ের মধ্যে বড় না করে শৈশব থেকেই সামাজিক মূল্যবোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য একজনের জীবন বাঁচাতে রক্ত দেওয়ার চেয়ে বড় কোনো উদযাপনের উপহার হতে পারে না।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত রক্তদাতারা জানান, বর্তমান যুগে জমকালো অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে যেখানে বিপুল অর্থ অপচয় হয়, সেখানে এই উদ্যোগ এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত।

৬১ বছর ধরে ক্রীড়া-সংস্কৃতির মাইল ফলক অভিযান সংঘ

জিপনি, মেমারি ঃ দক্ষিণ মেমারি অভিযান সংঘ। মেমারি-তারকেশ্বর রোডের ধারে ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি দীর্ঘদিন ধরে নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। আজ যখন স্মার্ট ফোনের যুগে ৮ থেকে ৮০ টাচ স্ক্রীনে আটকে তখনই হারিয়ে যাওয়া ক্রীড়া-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতাকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ করে চলেছেন দক্ষিণ মেমারি অভিযান সংঘের সভাপতি সভাপতি চন্দন চ্যাটার্জি ও সাধারণ সম্পাদক চিন্ময় ঘোষ এবং তাঁর কমিটির সদস্য-সদস্যারা। গত ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর নৃত্য, যোগাসন, সংগীত ও অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

শুধু তোমার জন্য

কৃষ্ণা গুহ
কালিকাপুর, কলকাতা

শুধু তোমার জন্য বসন্ত আসে
তোমার জন্য শ্রাবণ !!
তোমার জন্য কবিতার খাতায়
অনুভবের প্লাবন।
শুধু তোমার জন্য পথ ভেঙে
পথ সবই যেন ফাঁকা,
তোমার জন্য আঁধারেও
প্রদীপ শিখা খোঁজা ।
শুধু তোমার জন্য চেনা পথও
অচেনা হয় আলো নিভে গেলে!
বুকের ভেতর জমাট
প্রেম হারায় অজানা স্রোতে ।
শুধু তোমার জন্য কুঁড়িতে
ফোটে ফুল,
শুধু তোমার জন্য বেঁচে থাকা
হই খুশিতে মশগুল ।
তোমার জন্য মনের ঘরে বৃষ্টি
মেঘের খেলা গুরু গুরু,
আলাপন!! মন দেয়া নেয়া
প্রহর শেষে একলা-যাপন। •

ঋষি অরবিন্দ

সুভাষচন্দ্র ঘোষ
সুভাষগ্রাম, ২৪ পরগণা

ঋত্বিক সাগ্নিক বীর ঋষি অরবিন্দ
উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় যোগী,
স্বরাজ আন্দোলনের মিষ্টি মকরন্দ
আলিপুর ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ ত্যাগী।
বিপ্লবের অগ্নি শুদ্ধ কনক রতন
কারামুক্তি পরবর্তী ছন্দের পতন,
রাজনীতি পঙ্কিলতা করেন বর্জন
অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অর্জন।
যোগ সমন্বয়ে ঘটে মহা বিবর্তন
দিব্যদেহে দিব্যজ্ঞানে নূতন জীবন,
আধ্যাত্মিক সহকারী শ্রীমার দর্শন
পন্ডিচেরীর আশ্রমে প্রাণ সমর্পণ।
যোগ সাধনায় সিদ্ধ বিপ্লবী মহান
যশস্বী শ্রীঅরবিন্দ বাঙালী সন্তান। •

জুহুবিচে ঊর্মিমালা

সেখ আব্দুল মান্নান
মুকুন্দপুর, কলকাতা

ঊর্মিমালা এতো সুন্দর তুমি
বলো কেমন করে হও
অবিরাম নিজেকে বিলিয়ে
কেন নির্বাক তবু রও!
দরিয়া থেকে ভেঙে ভেঙে
যখন সবার কাছে আসো
দুহাতে বাড়িয়ে আগলে ধরে
বলে একটু খানি বসো।
মুচকি হেসে যাও ফিরে
তুমি সুনীল গহীন গন্তব্যে
বয়েই গেছে কান দিতে
কারো আবেগ ভরা মন্তব্যে।
ঊর্মিমালা তুমি এমনি করেই
রাতদিন নিরলস এসে তীরে
অবুঝ প্রেমিকের ভালোবাসা নিয়ে
আবার যাও কেন ফিরে!
যাবার বেলায় অস্ফুটে বলি
খানিক আমার পাশে থাকো
অন্য কারোর প্রেমিকা হয়ে
প্রেমের দিওয়ানা হয়ো নাকো।
ঊর্মিমালা আমার প্রিয়ার মতো
থাকো সোহাগে চোখ বুজে
আদরে আদরে ঠিক তোমাকে
নেবোই নেবো খুঁজে।
আমার প্রিয়া তোমার মতোই
অবিরাম দিনমান রাতভর
আদর সোহাগে পাগল করে
বেঁধে অটুট প্রেমের ডোর।
জুহু বীচে আজ সাতসকালে
তোমার মদির ছোঁয়া পেতে
উর্ধ্বশ্বাসে এসেছি গো ছুটে
তোমাতে বিলীন হতে। •

শাশ্বত জীবন, সহজ পাঠ

আলমগীর রাহমান
কলকাতা

জীবনের মূল-স্রোত বিদ্বেষী,
ভ্রমাত্মক যাপিত জীবনে বিশ্বাসী।
দ্বেষ হিংসা সন্দেহ নিয়ে মাতে,
কিসে সুখ কিসে শান্তি,
নিজেও নাহি জানে।
হায়!হায়! খাই!খাই!
অতৃপ্ত অসন্তুষ্টি,
কি-করলে!কী-হয়!
হাতড়ে পায় না মাটি।
জীবন সত্য,মাটি খাঁটি,
অহং সর্বনাশী,
"আপনি আচরি ধর্ম"-এ বিশ্বাসী।•

প্রেমের মুকুল

বিমলেন্দু চক্রবর্তী
গুয়াহাটি,অসম

সয়ে গেছি ঝড়, জোয়ার ভাটায় দুঃখের খড়কুটো,
বুকের ব্যাথার উষ্ণতায় কত নিশি সেঁকে সতেজ,
বালিশের ভেজা দাগগুলো চোখের নীরব জল,
ভেঙেছি, গড়েছি আমার মেধা আর অক্লান্ত শ্রম,
এই জীবন বাসরে কতিপয় বিষমাখা শব্দ থেকে দূর,
ভুলে থাকি সেই বাকহীন মুহূর্ত, শর বিদ্ধ পাখির মত,
চলি পথ একা একা , অবহেলা- ঈর্ষার দহন দূরত্বে,
ভালবাসার আকাশ দেখি শুধুই, কুড়ই কদাপি যদি
মানবতার আবেগ স্রোতের টানে ঝিনুক আঁখি মেলে,
হৃদয়ের বাঁ পাশের জমিতে তুমি ঝরাও প্রেমের মুকুল। •

আরও গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ পড়তে দেখুন
www.ezeropoint.net

সংলাপ

গৌতম বালা
কলকাতা

হয়তো তুমি বলেছিলে
নতুবা ভেবে নিয়েছিলাম আমি
ঠিক মনে করতে পারিনে কিছুই
পাতাগুলো দুলছে আজও
ঢেউয়ে, না বাতাসের সংলাপে ?
তবুও ভেসেছিল অগোছালো ঘর।
কে ছিল বা কারা ছিল না
কী যে ছাই ফেলে এসেছি জানিনে
কিছুতে মনে পড়ে না মুখ অথবা নাম
তবুও কথা হয় সংগোপনে
অস্পষ্ট সংলাপে যুক্তির বিস্তার
আর ইচ্ছেমতো অনিমেষ চাওয়া।
নিতান্ত ঘরোয়া পরিপাটি তুমি,
একা, বেচাল ছিলাম না আমিও
তবুও সংলাপ আসে সময়ের সাথে। •

বর্ষার বেলি

শর্মিষ্ঠা মাজি
কলকাতা

কে বলে তুলিতে বেলি
তার যে মদির গন্ধ,
লাখ ভরা অসীম রূপ
করেছে আমায় অন্ধ।
আজ না হয় গাঁথব মালা
থাকনা শাখা জুড়ে,
আজ না হয় বাঁধব খোঁপা
প্রাণের মালার ডোরে।
ডালে ডালে দুলুক বেলি
শাখা ধরে খেলব হোলি,
উঠোন জুড়ে খেলবে সুবাস
ফুলে ফুলে বসবে অলি।
এলো রিমঝিম বৃষ্টি এলো
বেলি ফুলের চরণ ধুলো,
ও সখি দেখনা এসে
বেলি কি মন মজালো!•

নিজে নিজে

আশিষ হাজরা
কলকাতা

সরে সরে যাচ্ছে ছায়া,বিরল ছায়া
মাথার ওপর রৌদ্র, প্রখর রৌদ্র
হঠাৎ বড্ড লাগছে একা, মৃত্যু একা
জীবন অসহায় ঝোঁকে, ভীত হয়ে ঝোঁকে
কারা যেন আপন ছিল, কাছে ছিল
ডাকতো ভালোবেসে কাছে, প্রাণের কাছে
গোপন সুখে মুগ্ধ হতাম, রিদ্ধ হতাম
হেসে খেলে কাটতো জীবন, এই জীবন
মরু সম শুন্য সে ঘর,যুথিহীন বাসর ঘর
বেদন বড় আঘাত পাড়ে, মনের পাড়ে
ছায়াহীন মায়াহীন রুক্ষ পথে, দুঃখ পথে
একলা আমি চলে বেড়াই, বলে বেড়াই।•

আপনার হৃদয়ে পুঞ্জিভূত অনুভূতির শব্দমালা, আপনার স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইউনিকোডে টাইপ করে পাঠিয়ে দিন আমাদের। জিরো পয়েন্ট পাক্ষিক পত্রিকার জন্য লেখাটি মনোনীত হলে ছাপা হবে। এছাড়াও জিরো পয়েন্ট-এর ওয়েবসাইটেও প্রকাশ পাবে। WhatsApp : 7797331771 / 9332129448 / 7878037535 email: zeropointpublication@gmail.com

সমাজসেবার ম্যারাথনে এগিয়ে মেমারির আশরাফুল

জিপনি বিশেষ প্রতিবেদন, মেমারি ঃ দুবছর আগে স্বাধীনতা দিবসের দিনই পথচলা শুরু হয়েছিল মেমারি সম্প্রীতি ঐক্যের। এই দুই বছরে সমাজের বিভিন্ন স্তরে একাধিক সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি করেছে সেখ আসরাফুল ও তাঁর টিম মেমারি সম্প্রীতি ঐক্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এক মিনিটও ভাবেন না মেমারির সেখ আসরাফুল । গত দু বছরে একটি সামাজিক সংগঠনের সমাজসেবা কর্মসূচীর বিবরণ যে কোন স্থানীয় সংগঠনকে পিছনে ফেলে দেবে। এ যেন সমাজসেবার ম্যারাথন।

১৫ অগাষ্ট স্বাধীনতা দিবসের সকালে মেমারির রাস্তায় দেখা গেল এক অন্যরকম দৃশ্য। হাতে জাতীয় পতাকা, চোখে স্বপ্ন আর পায়ে গতি—জাতি, ধর্ম, বর্ণের বিভেদ ভুলে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে দৌড়ালেন শত শত মানুষ। আর এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের নেপথ্যে ছিল মেমারি সম্প্রীতি ঐক্য। এদিন আমাদপুরের বিজরা মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হয় ম্যারাথন দৌড়। সেখান থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দৌড় শেষ হয় মেমারি বিডিও অফিসের কাছে। এই দৌড়ে অংশ নেন প্রায় ৩০০ জন। শুধু মেমারি নয়, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বহু মানুষ এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন। ম্যারাথন শেষ হওয়ার পর বিডিও অফিসের কাছে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার ও সম্মানিক। পাশাপাশি এদিন আরও একটি মানবিক উদ্যোগ নজর কেড়েছে সবার। প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় বই, খাতা ও পেন। স্বাধীনতার দিনে শিশুদের শিক্ষার পথে এগিয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগও প্রশংসা কুড়িয়েছে। মেমারি সম্প্রীতি ঐক্যের পক্ষ থেকে সেখ আসরাফুল ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির দেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

'মেঘবালিকা'র স্বাধীনতা দিবস

জিপনি মেমারি ঃ দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আমাদপুরের বড়মাতলার প্রাঙ্গণে 'মেঘবালিকা'র উদ্যোগে আয়োজিত হলো এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা।

২০ থেকে ২১ বছর বয়সী ৮ জন তরুণী সূচনা দে, দিশা হাজরা, বিপাশা পাল, জয়ীতা বৈদ্য, স্পন্দিতা ভট্টাচার্য, শুভেচ্ছা ব্যানার্জী, সংগীতা দাস, পর্ণা বাগের হাত ধরে গড়ে ওঠা স্থানীয় সাংস্কৃতিক চর্চার সংগঠন 'মেঘবালিকা' এ বছরই প্রথমবার উদযাপিত করল স্বাধীনতা দিবস। মেঘবালিকার পক্ষে সূচনা দে জানান, বর্তমান সময়ে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের প্রতিটি ঘরে ঘরে সাংস্কৃতিক চর্চা ও ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

১৫ অগাষ্ট সকালে ছিল অংকন প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।

এদিন সন্ধ্যায় অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পার্থপ্রতিম বসু, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ধ্রুবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট তবলা বাদক সৌরভ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট অঙ্কন শিল্পী বিজয় চন্দ্র, আমাদপুরের বড়মা কমিটির সম্মানিত সদস্য পূর্ণ ভট্টাচার্য সহ শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণী ব্যক্তিবর্গ।

KIDZEE
NURTURING GEN-NEXT
MEMARI
• PLAY GROUP
• NURSERY
• JR. K.G.
• SR. K.G.
মেমারি হাসপাতাল গেটের কাছে M. 8001568702 / 8250099571

জিরো পয়েন্ট
ZERO POINT
www.ezeropoint.net

অঙ্কে ভয়? আর নয়....এবার উত্তর ২ সেকেন্ডে
ARYABHATTA
ABACUS
MIND MANTRA ABACUS
Branch: Kidzee Memari | Rasulpur | Debipur
Barsul Model School | Boro-Balaram
মেমারি হাসপাতাল গেটের কাছে M. 8001568702 / 8250099571

4. Reg. No. 63653 Govt. of India (Memo No. 1021(5)/JM Dated - 9/7/2019 • Vol.: 39 Issue: 01 • 20 August 2026 • Founder Editor : SK ANSAR ALI

সংবাদ এক নজরে

কংগ্রেসের রক্তদান শিবির

১৬ অগাষ্ট মেমারি ১ নং ব্লক জাতীয় কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে কৃষ্ণবাজারে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সভাপতি আশিস দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক- শ্রাবন সাউ সহ বলেন দ্বিতীয় বর্ষের এই রক্তদান শিবিরে ৮৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভৌমিক।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটি

১৪ ও ১৫ অগাষ্ট মেমারি বাসষ্ট্যান্ডের সামনে মেমারি স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা ও রক্তদান শিবির। কমিটির সভাপতি অনিন্দিতা চ্যাটার্জী জানান, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির পক্ষে এবছর প্রথম রিটার্য়ার্ড আর্মি অফিসারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মানব গুহ।

তিরঙ্গা যাত্রা-বর্ণাঢ্য মিছিল

১৩ অগাষ্ট কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা সভানেত্রী স্মৃতিকণা বসুর উদ্যোগে মেমারি পাওয়ার হাউস মোড় থেকে চকদিঘী মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়। মিছিলে পা মেলান রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী দুধকুমার মন্ডল, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য্য সহ অজস্র বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ।

অন্যদিকে ১৫ অগাষ্ট মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মানব গুহর উদ্যোগে মেমারি বাসষ্ট্যান্ডে নেতাজী মূর্তির পাদদেশ থেকে তিরঙ্গা যাত্রার মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে বিধায়ক ছাড়াও পা মেলান মেমারির বিভিন্ন শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আশাকর্মী ও বিধায়ক অনুগামী সহ সাধারণ মানুষ।

রক্তদান ও কৃতী সংবর্ধনা

'স্বর্গীয় শ্যামল সরকার স্মৃতি রক্ষা কমিটি'র উদ্যোগে ১৫ অগাষ্ট ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে মেমারির শ্রীদুর্গা পল্লীতে রক্তদান শিবির, বৃক্ষ রোপণ, অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমিটির সম্পাদক শরবিন্দু রায় জানান, বিশিষ্ট সমাজসেবী, আইনজীবি ও প্রাক্তণ কংগ্রেস কাউন্সিলর শ্যামল সরকারের স্মৃতি রক্ষার্থে সারা বছর একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে, সমাজ ও সাধারণ মানুষের উপকারে পাশে দাঁড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য।

ছেলেদের নাচ শেখার ওপর ৪০ বছর আগে ছিল সামাজিক বাধাঃ উৎপল দত্ত

জিপনিবিশেষপ্রতিবেদন,মেমারিঃ ৩৫ বছরে 'ছন্দবাণী'। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত প্রত্যন্ত অঞ্চল সাতগেছিয়াতে শুরু হয়েছিল এই সময়ের একটি জনপ্রিয় নৃত্য প্রতিষ্ঠান ছন্দবাণীর। যার কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও প্রশিক্ষক উৎপল দত্ত। গত ৯ অগাষ্ট মেমারি কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হল এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুনর্মিলন উৎসব। প্রায় ৩০০ জন বর্তমান ও প্রাক্তণ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এদিন এক সাক্ষাৎকারে নৃত্য প্রশিক্ষক উৎপল দত্ত বলেন, প্রায় ৪০ বছর আগে যখন তিনি নৃত্যশিক্ষা শুরু করেন, তখন সমাজে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল। বিশেষ করে ছেলেদের নাচ শেখার ক্ষেত্রে সামাজিক কটু কথা ও কটাক্ষ শুনতে হতো। তবে তাঁর মা শ্রীমতী জ্যোতিকা দত্ত তাঁকে সবসময় উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন যে 'মহেশ্বরও একজন পুরুষ (দেবাদিদেব)' যিনি নাচের স্রষ্টা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে ছেলেদের নাচ শেখার ওপর যে সামাজিক বাধা ছিল, আজ তা কেটে গেছে। বর্তমানে বহু ছেলে সুপ্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

ছন্দবাণীর কর্ণধার উৎপলবাবু জানান, 'ছন্দবাণী' কেবল রবীন্দ্রনৃত্য বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এটি সৃজনশীল ও থিম-ভিত্তিক নৃত্য পরিবেশনের ওপর জোর দেয়। সমাজকে সঠিক বার্তা দিতে তাঁরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয়, যেমন 'তিলোত্তমা', 'অপারেশন সিঁদুর', এবং 'সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ'-এর ওপর ভিত্তি করে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন।

অর্ঘ্য'র অদম্য জেদ - একে অপরকে জানার আড্ডা - নবম বর্ষ আষাঢ়ে আড্ডা

জিপনিবিশেষপ্রতিবেদন,মেমারিঃ আষাঢ়-শ্রাবণের মেঘলা আকাশে যেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা ঘনিয়ে ওঠে, তেমনই সৃষ্টিশীল কিছু মানুষের অদম্য জেদ ও প্রচেষ্টায় জমে ওঠে মেলবন্ধনের বিশেষ আড্ডা। প্রতি বছরের মতো এবারও ৯ অগাষ্ট মেমারি ডাকবাংলোর কাছে একটি গেষ্ট হাউসে আয়োজিত হলো নবম বর্ষের 'আষাঢ়ে আড্ডা'। অর্ঘ্য বসুর পথচলা মেমারির মানুষ কমবেশি সকলেই জানেন। নানা টানাপোড়েন, প্রতিকূলতাকে জয় করার অদম্য মানসিকতা এবং লক্ষ্য পূরণের অটল জেদ কীভাবে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ এবারের আষাঢ়ে আড্ডা। উপস্থিত ছিলেন নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিক, আবৃত্তি শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী এবং নাট্য শিল্পী সহ সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিরা। সাহিত্য চর্চায় উপস্থিত ছিলেন বহু গুণীজন, অমিয় মুখোপাধ্যায়, পার্থ প্রতীম বসু, চন্দন রায় প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন সঞ্চয়িতা লাইব্রেরীর পক্ষে সুফি রফিক উল ইসলাম ও দীপান্বিতা -র পক্ষে তন্দ্রা বসু। ব্রততী ঘোষ আলির নির্দেশনায় আবৃত্তির পাঠশালা শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করেন আবৃত্তির কোলাজ। পুষ্পিতা সাহার তত্ত্বাবধানে বরুণ নৃত্যবিদ্যা অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থীদের নৃত্য পরিবেশিত হয়। পায়েল শেঠ শীল, সুনির্মল বিশ্বাস ও শুভম শীল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আড্ডার শেষেলগ্নে মঞ্চস্থ হয় বিসর্গ থিয়েটারের নাটক - বেজন্মা নাট্যায়ণ ও অভিনয়ে ছিলেন দ্বৈপায়ন, সুমিত ও দিব্য।

এদিন মেমার প্রেস ক্লাব সহ বেশকয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নেতাজী প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক-এর যুব সংগঠন যুবলীগ -এর বাংলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ দেব ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রীতম দাস। দ্য স্ট্রীটলাইটসের পক্ষে দীপক কুমার বসু। আড্ডার সঞ্চালনায় ছিলেন অর্ঘ্য বসু ও ব্যবস্থাপনায় সেখ সাহেব।

পূর্ণ গ্রাম ধর্ম সিমলা প্রগতি সংঘের ফুটবল প্রতিযোগিতা

জিপনি, মেমারি ঃ ১৫ অগাষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পূর্ণ গ্রাম ধর্ম সিমলা প্রগতি সংঘের উদ্যোগে ১৬ দলের এক দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। পূর্ণ গ্রাম ধর্ম সিমলা প্রগতি সংঘের মাঠে। ক্লাব সম্পাদক মোঃ সাব্বির মন্ডল ও সভাপতি সেখ নুরুল হুদা জানান এই টুর্নামেন্ট শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে। এদিনের ফাইনাল খেলার মুখোমুখি হয়। রসুলপুর ফুটবল ক্লাব বনাম অতনু সেভেন স্টার বর্ধমান। অতনু সেভেন স্টার জয় লাভ করে।

যুবশক্তি কি শুধুই চাকরির অপেক্ষায় থাকবে

(প্রথম পাতার পর) ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, উদ্যোক্তা তৈরি, সামাজিক উদ্ভাবন, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং জাতীয় সংহতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত করে। আজকের দিনে শুধু চাকরি খোঁজা নয়, সমাজের সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান তৈরির মানসিকতাও গড়ে তোলা জরুরি। MY Bharat সেই সুযোগ তৈরি করছে। অনেকেই মনে করেন, এই সংগঠনগুলিতে যুক্ত হলে পড়াশোনার ক্ষতি হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলে। গবেষণা এবং বিভিন্ন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বলছে, যারা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুক্ত থাকেন, তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের ক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য, সময় ব্যবস্থাপনা এবং আত্মবিশ্বাস তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। বর্তমানে সরকারি চাকরি, কর্পোরেট সংস্থা, উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থা—সব ক্ষেত্রেই এই "সফট স্কিল"-এর গুরুত্ব দ্রুত বাড়ছে। শুধু কর্মজীবন নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও এই সংগঠনগুলির প্রভাব অত্যন্ত ইতিবাচক। আজ যখন তরুণদের মধ্যে মানসিক চাপ, একাকীত্ব ও হতাশা বাড়ছে, তখন সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করে। অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর আনন্দ, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আত্মতৃপ্তি কিংবা একটি গ্রামকে পরিষ্কার করার সম্মিলিত প্রচেষ্টা—এসব অভিজ্ঞতা কোনও মোবাইল স্ক্রিন দিতে পারে না। বর্তমানে ভারত "বিকশিত ভারত ২০৪৭"-এর লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। এই স্বপ্ন শুধু সরকারের পরিকল্পনা দিয়ে বাস্তবায়িত হবে না। এর জন্য প্রয়োজন কোটি কোটি সচেতন, প্রশিক্ষিত এবং দায়িত্বশীল যুবক-যুবতী। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, সড়ক নিরাপত্তা, রক্তদান, মাদকবিরোধী আন্দোলন, ডিজিটাল সাক্ষরতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারী নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সচেতনতা—এসব ক্ষেত্রেই সরকারের পাশাপাশি সংগঠিত যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

দুঃখের বিষয়, আজও দেশের বহু স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে NSS ইউনিট থাকলেও সব শিক্ষার্থী যুক্ত হন না। বহু জেলায় MY Bharat-এর কার্যক্রম থাকলেও অনেক তরুণ জানেনই না কীভাবে যুক্ত হতে হয়। NCC-তে যোগদানের সুযোগ থাকলেও অনেকেই এটিকে শুধুমাত্র সেনাবাহিনীতে যাওয়ার প্রস্তুতি বলে ভুল বোঝেন। এই ভুল ধারণা দূর করা জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। অভিভাবকদেরও বুঝতে হবে, সন্তানের হাতে শুধু ডিগ্রি তুলে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। একজন ভালো মানুষ, সৎ নাগরিক, দক্ষ নেতৃত্ব এবং সমাজসচেতন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে আরও বেশি যুবক-যুবতীকে এই ধরনের প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে। আজকের পৃথিবী শুধু মেধাবী মানুষের নয়; দায়িত্বশীল মানুষেরও প্রয়োজন। শুধু নিজের জন্য সফল হওয়া নয়, সমাজের জন্যও কিছু করার মানসিকতা তৈরি হওয়া দরকার। একজন তরুণ যদি জীবনের কয়েকটি বছর সমাজসেবায় ব্যয় করেন, তাহলে তিনি শুধু একটি সার্টিফিকেট অর্জন করেন না; তিনি অর্জন করেন মানুষের বিশ্বাস, নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা, জীবনের বাস্তব শিক্ষা এবং একজন প্রকৃত নাগরিকের পরিচয়। একটি জাতির শক্তি তার সেনাবাহিনীর সংখ্যায় নয়, তার যুবসমাজের চরিত্রে। যে দেশের তরুণরা স্বেচ্ছাসেবাকে সম্মান করে, সমাজকে নিজের পরিবার মনে করে এবং দেশের উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে, সেই দেশের অগ্রগতি দীর্ঘদিন আটকে রাখা যায় না। তাই আজ সময় এসেছে একটি নতুন সামাজিক আন্দোলনের—"প্রতিটি তরুণ, অন্তত একটি জাতীয় যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হোক।" MY Bharat, NSS, NCC কিংবা অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে যুক্ত হওয়া কোনও অতিরিক্ত কার্যক্রম নয়; এটি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার বিনিয়োগ। কারণ, যুবশক্তিকে শুধু কর্মসংস্থানের জন্য নয়, চরিত্র গঠন, সমাজ গঠন এবং জাতি গঠনের জন্যও প্রস্তুত করতে হবে। আর সেই কাজের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে দেয় এই সংগঠনগুলিই।

যে কোন প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদ পত্রে বাংলা ও ইংরাজীতে
এফিডেবিট / নিখোঁজ / কর্মখালি / ক্রয়-বিক্রয় / বিজ্ঞপ্তি /
জায়গা জমি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি /টেন্ডার / বইপ্রকাশ / শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ
যেকোন শ্রেণীবদ্ধ ও ব্যবসায়ীক বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন - 77973 31771

Editor, Owner, Printer & Publisher : Anowar Ali Ansari. Printed & Published from Graffiti, Bamunpara More, Memari, Purba Bardhaman.
Head Office : Zero Point, Bamunpara More, Memari, Purba Bardhaman, West Bengal-713146 INDIA Email : newszeropoint@gmail.com
Branch Office : Kolkata, Bardhaman, Surat, Delhi. Mobile : 7797331771 / 9332129448 / 7878037535. Website : www.ezeropoint.net | Rs.5/-